বাংলা

সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্যচর্চা

বহুমাত্রিক চেতনায়

সম্পাদনা

তপন মন্ডল | দীপঙ্কর মল্লিক

রাকেশ জানা | অভি কোলে

Bangla Samaj-Sanskriti-Sahityacharcha : Bahumatrik Chetanay

Vol. III

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik
Rakesh Jana ● Abhi Kole

Published by

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com ‖ diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

Collaboration with

Midnapore city college
Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Pachim Medinipur
&
The Gouri Cultural & Educational Association
Social Welfare Organisation & Research Institution of
Society, Culture & Education
Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

ISBN : 978-93-87003-46-0

প্রথম প্রকাশ : ২.০৬.২০২৩

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৫৯৯/-

সূ | চি | প | ত্র

নাটক নিয়ে ১-৯০

'কৃষ্ণকুমারী' : বাংলা নাট্যকলায় আধুনিকতার অনুক্রমণী
দীপক কুমার মণ্ডল
১

মধুসূদন দত্ত-র নাটকের সংলাপ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
কৌশিককুমার দত্ত
১১

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' : প্রান্তজন
সন্দীপ বর
২২

'আলিবাবা' নাটকে গানের ভূমিকা
বিবেকানন্দ পাল
৩০

নাট্যসাধনায় প্রমথনাথ বিশী
দিবাকর দাস
৩৬

নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
স্বরূপ দে
৪১

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে নারী : প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতে পঞ্চাশের মন্বন্তর
সংহিতা ব্যানার্জী
৪৭

বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকের লৌকিক উপাদান
কৃষ্ণময় দাস
৫৩

কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটক 'অতুলনীয় সম্বাদ' এবং শম্ভু মিত্র : একটি পর্যালোচনা
সত্যজিৎ বসাক
৫৮

মহাভারতের নবনির্মাণ : 'প্রথম পার্থ' ও 'নাথবতী অনাথবৎ'
রঞ্জিত আদক
৬২

'অগ্নিজাতক' : আলোকজ্যোতি ভাবনা
আশিস রায়
৬৯

মুক্তিস্বাদ আস্বাদনে নারী : প্রসঙ্গ পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক
সৌভিক পাঁজা
৭৬

সময়ের অমেয় আঁধারে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্যভুবন' নাটক : একটি সমীক্ষা
গোলক পতি ধল
৮১

বিনোদিনী : এক নটী ও সাহিত্যিকের জীবন ও সৃষ্টি
গোবিন্দ মণ্ডল
৮৫

প্রবন্ধ নিয়ে ৯১-৯৯

বিহারীলালের 'বঙ্গো বর্গী' : একটি পর্যালোচনা
মৃণাল কান্তি রায়
৯১

শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধ : 'কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা'
লিপিকা সরকার
৯৫

সাহিত্য নিয়ে ১০০-১৯৩

মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট : প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্য
সোহম চ্যাটার্জী
১০০

বঙ্কিমের উপন্যাস ও বঙ্গদর্শন
সংহিতা মাল
১০৫

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নজরুল
বুবাই পিরি
১১৩

রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার
লোপামুদ্রা জানা
১১৮

বুদ্ধদেব বসুর আত্মজীবনী : আত্মআবিষ্কারের শিল্পরূপ
সুলগ্না ব্যানার্জী
১২৪

বাংলা গানের রূপ ও রূপান্তরে সুরস্রষ্টা নজরুল
সুলগ্না চক্রবর্তী
১৩২

সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' : শতবার্ষিকীর আলোয় ফিরে দেখা
শ্রেয়সী দাস
১৩৮

সুকুমার রায়ের সাহিত্য : খেয়ালী কল্পনা ও ব্যঙ্গচিত্রের খতিয়ান
সোনালি গোস্বামী
১৪৩

শরদিন্দুর গল্প-উপন্যাসে বিধবার প্রেমের জটিলতা ও সামাজিক প্রেক্ষিত
সুনেত্রা ব্যানার্জী
১৫১

অনালোচিত কথাকার তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য ভাবনা
প্রসেনজিৎ মণ্ডল
১৫৮

সুবোধ ঘোষের কিশোর গল্প : সময়ের ছায়া, সমাজের ছবি
শতাব্দী শিকদার
১৬৭

বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের নির্বাচিত বিদেশি লেখকগণ
নির্মল বিশ্বাস
১৭৪

আনিসুজ্জামানের 'আমার একাত্তর' : একটি পর্যালোচনা
কৃষ্ণপ্রসাদ চ্যাটার্জী
১৮০

ভারতসন্ধানী লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
পার্বতী দাস
১৮৫

বোঝা দুরূহ হয়ে ওঠে। তাঁর 'ও বাবা', 'বুঝবার ভুল' প্রভৃতি এজাতীয় কমিক্সধর্মী রচনার উদাহরণ। যেখানে ছবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

সুকুমার একদিকে যেমন সৃষ্টি করতে পারেন হাঁসজারু, হাতিমি, হ্যাংলা থেরিয়ামদের তেমনি আবার ইঁটের পাঁজায় রাজাকে বসিয়ে বাদাম ভাজাও খাওয়াতে পারেন। যেমন গানের তোড়ে জগত সংসার তছনছ করে ফেলতে পারেন, তেমনি আবার ভিজে কাঠ সেদ্ধ খাইয়ে বলতে পারেন পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই। এসব অনাবিল কৌতুক আর খামখেয়ালি কল্পনা, উদ্ভট অদেখা জগৎ, নিপাট মৌখিক শব্দের কলধ্বনি ও ছন্দের অসামান্যতা, নিখাদ মজা আর হুল্লোড়ে মেতে থাকে শিশু-কিশোর মন। কিন্তু এসব আপাত অসংলগ্নতার অন্তরালে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে তাঁর সমাজ সচেতনতা। সুকুমার রায়ের সাহিত্য ও চিত্র আপাত ননসেন্স হলেও তার অভ্যন্তরে থাকে লক্ষ্যময় শ্লেষ। তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে লীলা মজুমদার যথার্থই বলেছেন—

> তাঁর নির্মল হাস্যরসের রচনার তুলনা হয় না। সেগুলি নিছক ঠাট্টা তামাশা নয়; সেগুলি হল গোটা একটা জীবনদর্শন; দুনিয়াকে দেখবার জন্য পক্ষপাতিত্ব শূন্য দুটি মজার চোখ না থাকলে এমন লেখা যায় না। এ লেখা দুঃখ কষ্টের তলায় তলায় এমনই আনন্দের সন্ধান দেয় যে সুকুমার-সাহিত্য আজ পর্যন্ত অসাধারণ হয়ে আছে।[১১]

রচনায় ও চিত্রকলায় সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর সৃষ্ট অননুকরণীয় সাহিত্য ও চিত্রগুলি বাঙালি জাতিকে সর্বজাতীয় স্তরে সাফল্যের শিরোপা দান করে।

উৎসের সন্ধানে

১. সত্যজিৎ রায় : ভূমিকা, 'সুকুমার সাহিত্যসমগ্র', জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, সম্পা, সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ
২. বুদ্ধদেব বসু : 'শিশুসাহিত্য', প্রবন্ধ সংকলন, পৃ. ১৩৫
৩. পুণ্যলতা চক্রবর্তী : 'ছেলেবেলার দিনগুলি', মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ১৫৯
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ১৯
৫. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী : 'বাংলা সাহিত্যে ননসেন্স ও সুকুমার রায়', পৃ. ১৭১
৬. সুকুমার রায় : 'সুকুমার রচনা সংগ্রহ', সাহিত্যম, পৃ. ১০
৭. সত্যজিৎ রায় : প্রাগুক্ত
৮. লীলা মজুমদার : 'সুকুমার রায়', পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমী ২০০১, পৃ. ৮৫-৮৬
৯. রাধারানী দেব : 'সুকুমার রায়ের কার্টুন আজও এ দেশে সর্বোত্তম', কার্টুন সংখ্যা, কিঞ্জল নির্বাচিত সমগ্র (১৯৭৮-২০০৩) পৃ. ৪১
১০. লীলা মজুমদার : প্রাগুক্ত
১১. লীলা মজুমদার : ছোটদের জন্য বই 'লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র', লালমাটি প্রকাশন, দশম খণ্ড, পৃ. ৩৯১

শরদিন্দুর গল্প-উপন্যাসে বিধবার প্রেমের জটিলতা ও সামাজিক প্রেক্ষিত

সুনেত্রা ব্যানার্জী

বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার যন্ত্রণাময় পরিণতি দীর্ঘদিন ধরে বাংলার মেয়েদের বহন করতে হয়েছে। এই প্রথার অমোঘ ফলস্বরূপ হয়ে এসেছে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা। এই অন্ধ সংস্কার ও কুপ্রথার পাবক শিখায় দগ্ধ মেয়েদের উদ্ধারের জন্য উনিশ শতকে ব্রতী হয়েছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু ব্রতী হওয়া নয়, পথে নেমে রীতিমতো আন্দোলন করে বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এই বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহকে। অন্যদিকে কৌলিন্য প্রথার জন্য অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কুলীন মেয়েদের বিয়ে দিতে হত। উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অভাবে বৃদ্ধ বয়সেও পুরুষেরা অতি অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে করত। মেয়ের অভিভাবকরা একপ্রকার সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করতে না পেরে বিবাহের নামে মেয়েদের বলি দিতে বাধ্য হত। বয়সের দীর্ঘ পার্থক্য হওয়ার জন্য যৌবনে পৌঁছানোর আগেই অনেকে বিধবা হত। বিদ্যাসাগর সেইসব বিধবা মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে জীবনের রস আস্বাদনের আগেই হতভাগীরা বঞ্চিত হয়ে এক দুঃসহ যন্ত্রণায় জীবন অতিবাহিত করে। একদিকে সমাজের অনুশাসন আর অন্যদিকে পরিবারের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার গ্লানিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ছিল বিপন্ন ও দিশেহারা। কখনো কখনো তাদের এই অবস্থার সুযোগ নিত সুযোগসন্ধানী পুরুষ। নতুন জীবনের মোহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেইসব পুরুষের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে অসহায় বিধবা মেয়েরা প্রতারিত হত। অনাচারী পুরুষকে সমাজ ক্ষমা করলেও মেয়েটির ওপর নেমে আসত শাস্তির বিধান।

সমাজের প্রতিচ্ছবি সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে বলেই বিধবার বেঁচে থাকার অধিকার সেখানেও বার বারই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তো বিধবা রোহিণী ('কৃষ্ণকান্তের উইল', ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ও কুন্দনন্দিনীকে ('বিষবৃক্ষ', ১৮৭৩